Building the Capacity of People Living with HIV and Sexual Minorities in Orissa and West Bengal to Advance their Health and Rights

A SAATHII project in partnership with Interact Worldwide**,** London and funded by the Department for International Development – Civil Society Challenge Fund, Glasgow

---

প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ

যে সকল মানুষ এইচ.আই.ভি. বা এইড্‌স নিয়ে জীবনযাপন করছেন বা যারা যৌন সংখ্যালঘু জনসম্প্রদায়ের অন্তর্গত তাদের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সাম্য আনার জন্য, বিশেষ করে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং এইচ.আই.ভি./এইড্‌স পরিষেবার ক্ষেত্রে সাম্য নিয়ে আসার লক্ষ্যে এই প্রকল্পের কথা বিবেচনা করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে আশা করা হচ্ছে যে স্বাস্থ্যসমতা নিয়ে আসার ফলে দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব হবে। জাতীয় এইড্‌স নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম - তৃতীয় পর্যায় (২০০৭ - ২০১২), এবং প্রজনন ও শিশু স্বাস্থ্য - দ্বিতীয় পর্যায় (২০০৪ - ২০০৯) -- এই দুই স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই প্রকল্পের কর্মসূচী তৈরি করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানে জীবনের ও স্বাস্থ্যের যে অধিকার রয়েছে তাকে বাস্তবায়িত করাই এই প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য, এবং এই লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করতে পারলে দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভবপর হবে। এই দারিদ্র্য দূরীকরণ তখনই সম্ভব যখন যে সকল মানুষ এইচ.আই.ভি. বা এইড্‌স নিয়ে জীবনযাপন করছেন বা যারা যৌন সংখ্যালঘু জনসম্প্রদায়ের অন্তর্গত মানুষজন তাদের জীবন ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অধিকারগুলি সম্বন্ধে সচেতন হবেন। তাদের সচেতন করা এই প্রকল্পের আরও একটি মূল উদ্দেশ্য।

এই প্রকল্পের চারটি মূল উদ্দেশ্য রয়েছে

১) উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গে যে সকল মানুষ এইচ.আই.ভি. বা এইড্‌স নিয়ে জীবনযাপন করছেন বা যারা যৌন সংখ্যালঘু জনসম্প্রদায়ের অন্তর্গত তাদের মধ্য থেকে যাদের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে এমন ব্যক্তিদের খুঁজে বার করে তাদের কাজের দক্ষতা যাতে বৃদ্ধি পায় তা সুনিশ্চত করা সাথীর অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়াও এই সকল ব্যক্তি বা উল্লিখিত জনসম্প্রদায়ের লোকজন যাতে নির্দিষ্ট বিষয়ে পক্ষ সমর্থনের কাজে স্ব-ইচ্ছায় যোগদান করতে সক্ষম হয় এবং তাঁরা তাঁদের নিজেদের জন্য সাপোর্ট গ্রুপ বা সমভাবাপন্ন ব্যক্তিদের জন্য নির্দিষ্ট দল গঠনে সক্ষম হয় তার ব্যবস্থা করাও এই প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য।

২) উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গে যে সকল মানুষ এইচ.আই.ভি. বা এইড্‌স নিয়ে জীবনযাপন করছেন বা যারা যৌন সংখ্যালঘু জনসম্প্রদায়ের অন্তর্গত তাদের অধিকারের বিষয়ে পক্ষ সমর্থন বা ওকালতি করার জন্য নাগরিক সংগঠনগুলিকে শক্তিশালী করে তোলা এবং প্রয়োজন হলে এই কাজের জন্য নির্দিষ্ট সংগঠন তৈরি করতে সাহায্য করা। অনুসারী যে সকল নীতি গ্রহণ ও প্রণয়ন করা হয়েছে সেগুলি যথাযথভাবে রূপায়িত হচ্ছে কি না তা পর্যালোচনা করার কাজ যাতে এই সকল সংগঠনগুলি করতে সক্ষম হয় তা সুনিশ্চিত করাও এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

৩) উক্ত জনসম্প্রদায় দুটির মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি করে তাদের মধ্যে বোঝাপড়া বাড়িয়ে তোলা এবং যারা সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও রূপায়ণে প্রভাবশালী ও গুরুত্বপূর্ণ তাদের সঙ্গে এই সংগঠনগুলির যোগাযোগ ও বোঝাপড়া বৃদ্ধি করে জেলা ও রাজ্যস্তরে উন্নততর পারিপার্শ্বিক ও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা।

৪) উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গে যে সকল মানুষ এইচ.আই.ভি. বা এইড্‌স নিয়ে জীবনযাপন করছেন বা যারা যৌন সংখ্যালঘু জনসম্প্রদায়ের অন্তর্গত তাঁরা যাতে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অনুসারী পরিষেবা গ্রহণে সক্ষম হয় তার জন্য এই পরিষেবা গ্রহণে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা।

এই প্রকল্পের মূল কাজ

এই প্রকল্প উন্নততর পারিপার্শ্বিক বা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে কাজ করবে। এর ফলে আশা করা যায় যে উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গে যে সকল মানুষ এইচ.আই.ভি. বা এইড্‌স নিয়ে জীবনযাপন করছেন বা যারা যৌন সংখ্যালঘু জনসম্প্রদায়ের অন্তর্গত তাঁরা সচেতন হয়ে তাঁদের অধিকার অর্জনের জন্য বিভিন্ন প্রকার পক্ষ সমর্থন বা ওকালতির কর্মকাণ্ডে যোগদান করবে। যাতে এই প্রকার কাজ খুব সহজে একত্রে করা যায় তার জন্য নাগরিক সংগঠনগুলিকে নিয়ে জোট তেরি করা হবে

যার মধ্যে বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তিগণ থাকবেন। এই জোট এইচ.আই.ভি. / এইড্‌স এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে যাতে কোনও প্রকার বৈষম্য না থাকে তার প্রতি লক্ষ্য রাখবে।

এই জোটে যে সকল সংগঠন ও ব্যক্তি যোগদান করবেন তাঁরা বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ পাবেন। এছাড়াও, বৈষম্যহীন পরিষেবা প্রদান ও পরিষেবার পরিধি যাতে বিস্তৃতি পায়, এবং উক্ত সম্প্রদায়গুলির জন্য অনুকূল নীতি যাতে প্রস্তুত করা যায় তার জন্য এই জোট দরবার করবে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বা সরকারের কাছে গিয়ে। যে সকল অনুকূল নীতি ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়ে গিয়েছে সেগুলি ঠিক মতো রূপায়িত হচ্ছে কি না তা পর্যালোচনা করবে এই জোট।

কিভাবে এই পক্ষ সমর্থন বা ওকালতি বা দরবার করা হবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তা ঠিক করা হবে জোটবদ্ধ সংগঠনগুলির সঙ্গে আলোচনা করে। এর জন্য যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাবশালী তাঁদের বিষয়ে পর্যালোচনা করে ও অনুসারী নীতিগুলি সম্পর্কে গবেষণা করা হবে যাতে জোটের পক্ষ সমর্থনের কৌশল স্থির করা যায়। প্রভাবশালী ব্যক্তি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও রূপায়ণে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও সরকারী দপ্তর বা বেসরকারী সংস্থা, সাধারণ মানুষ, প্রচারমাধ্যম ইত্যাদির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করা বা এদেরকে সঙ্গে নিয়ে পক্ষ সমর্থনের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে যাতে উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গে যে সকল মানুষ এইচ.আই.ভি. বা এইড্‌স নিয়ে জীবনযাপন করছেন বা যারা যৌন সংখ্যালঘু জনসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত তাদের প্রতি ঘৃণা, বঞ্চনা ও বৈষম্যের ঘটনা হ্রাস করা সম্ভবপর হয় এবং এই জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন ও অধিকার সম্পর্কে সকলে সচেতন হন।

দুটি রাজ্যেই একটি করে তথ্য কেন্দ্র, টেলিফোন ও ই-মেল হেল্পলাইন (যার মাধ্যমে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং এইচ.আই.ভি. / এইড্‌স বিষয়ে কোথায় কোথায় বিশেষজ্ঞ পরামর্শ ও পরিষেবা পাওয়া যায় এবং আইনি সহায়তা কোথায় ও কিভাবে পাওয়া যাবে তা জানা যাবে), মানসিক ও সামাজিক কাউন্সেলিং এবং যারা যৌনতার নিরিখে হিংসার শিকার হচ্ছেন তার জন্য মানসিক-সামাজিক সহায়তা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে। এই প্রকল্পে এই গুলিই হলো সরাসরি পরিষেবা যা আমরা বা এই পরিকল্পিত জোট আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

যে সকল সম্প্রদায় এই প্রকল্প থেকে উপকৃত হবেন

এই প্রকল্পের মাধ্যমে উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী যে সকল মানুষ এইচ.আই.ভি. বা এইড্‌স নিয়ে জীবনযাপন করছেন বা যারা যৌন সংখ্যালঘু জনসম্প্রদায়ের মানুষজন, তারা সরাসরি উপকৃত হবেন। এই জোট এই সকল জনসম্প্রদায়ের ভিতরেও যারা আরও বেশি ঝুঁকিপূর্ণ বা যাদের উপস্থিতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে খুবই কম তাদের উপর বেশি জোর দেবে যাতে তাঁদের উপস্থিতি সুনিশ্চত করা যায় বিভিন্ন রকম পক্ষ সমর্থনের কর্মকাণ্ডে। এছাড়াও, এই জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্কিত পরিবারের লোকজন ও তাদের বন্ধুবান্ধব, ডাক্তারবাবু ও তাদের সহযোগীরা, আইনজীবি ও বিচারক, পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিগণ, শিক্ষক, শিল্পী, প্রচারমাধ্যম, মানবাধিকার কর্মী, এন.জি.ও. কর্মী ইত্যাদিরা এবং সাধারণ জনসাধারণও এই প্রকল্পের মাধ্যমে পরোবভাবে উপকৃত হবেন।

সাথীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন নিম্নলিখিত ঠিকানায়

ঠিকানা: ২২৯ কালিতলা মেইন রোড, পূর্বাচল (উত্তর), কলকাতা ৭০০ ০৭৮

টেলিফোন: ০৩৩ ২৪৮৪ ৪৮৩৫

ই-মেল: saathii@yahoo.com